৪৬তম বিসিএস

প্রিলি ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ০২

টপিক:

উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসন (১৭৫৭-১৯৫৭), উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ ও সংস্কার আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন রাজনীতি, বিভাগ-পূর্ব রাজনীতি, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

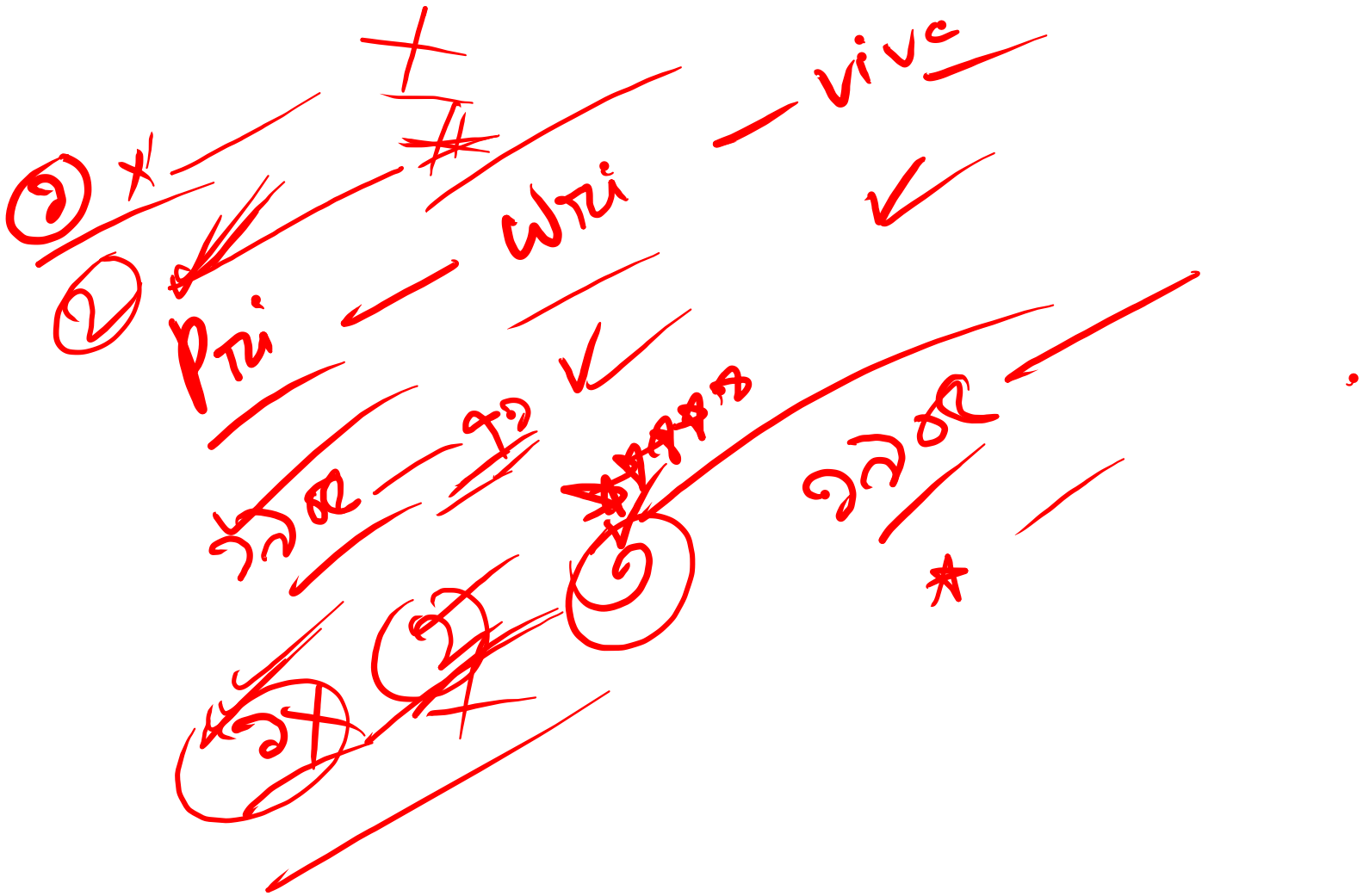

উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন

ইউরোপীয় বণিকদের আগমন চিত্র			
ক্রম	দেশ	জাতি	বাংলায় যে নামে পরিচিত
প্রথম	পর্তুগাল	পর্তুগিজ	ফিরিঙ্গি
দ্বিতীয়	ইংল্যান্ড	ইংরেজ	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি
তৃতীয়	নেদারল্যান্ড	ডাচ	ওলন্দাজ
চতুর্থ	ডেনমার্ক	ডেনিশ	দিনেমার
পঞ্চম	ফ্রান্স	ফরাসি	ফরাসি

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ

- সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারের প্রথম ইংরেজ দূত- ক্যাপ্টেন হকিন্স।
- পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ইউরোপ হতে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন- ১৪৯৮ সালের ২৭ মে।
- বার্থোলোমিউ দিয়াজ ইউরোপ হতে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) হয়ে সমুদ্রপথে পূর্বদিকে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন- ১৪৮৭ সালে।

উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন

- পর্তুগিজদের ভারতে প্রথম কুঠি (কোচিন)।
- পর্তুগিজদের বাংলায় প্রথম কুঠি (হুগলী)।
- ইংরেজদের ভারতে প্রথম কুঠি (সুরাট)।
- ইংরেজদের বাংলায় প্রথম কুঠি (হরিহরপুর)।
- ডাচদের বাংলায় প্রথম কুঠি (বাকুড়া)।
- ফরাসিদের বাংলায় প্রথম কুঠি (চন্দননগর)।

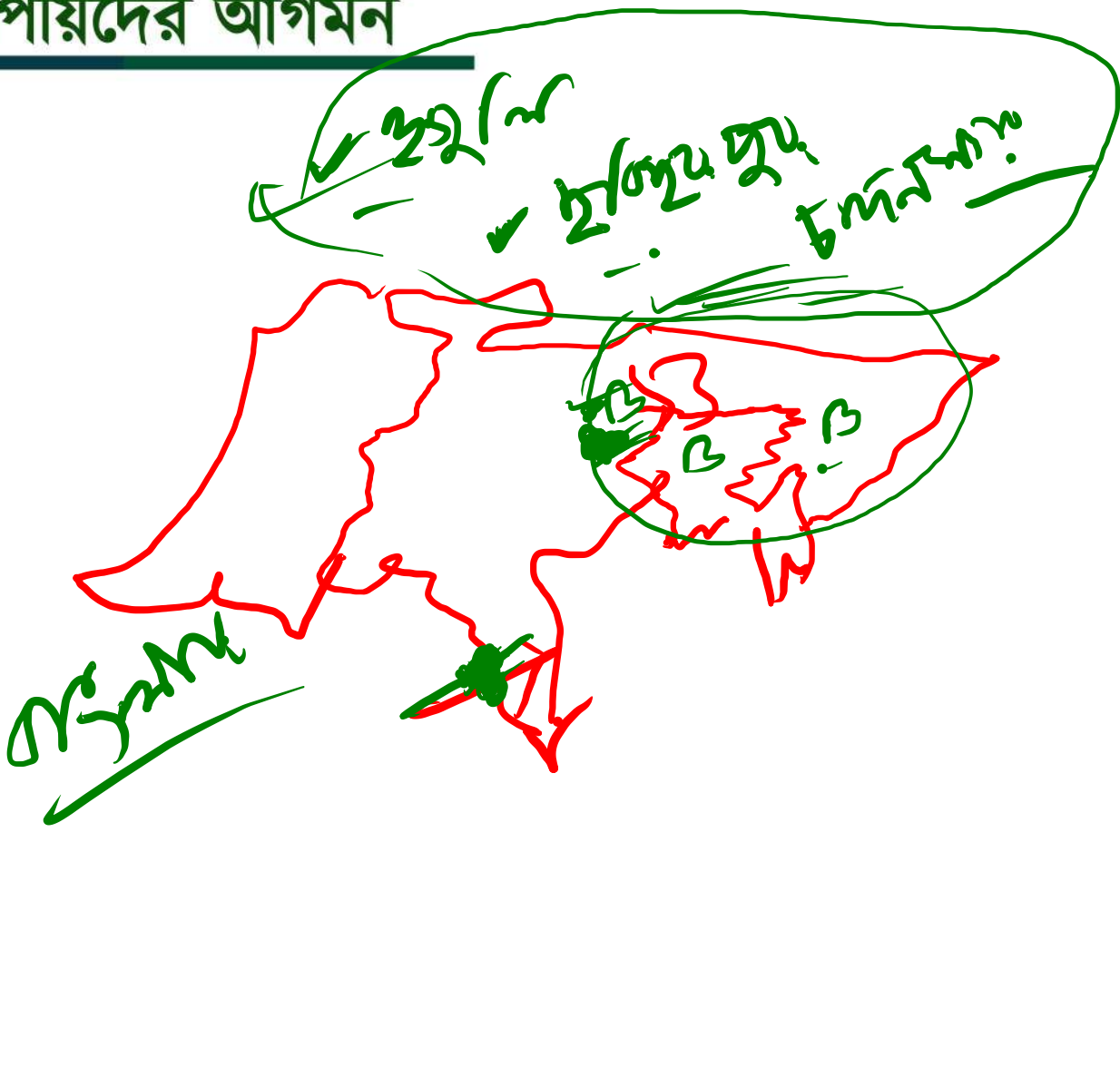

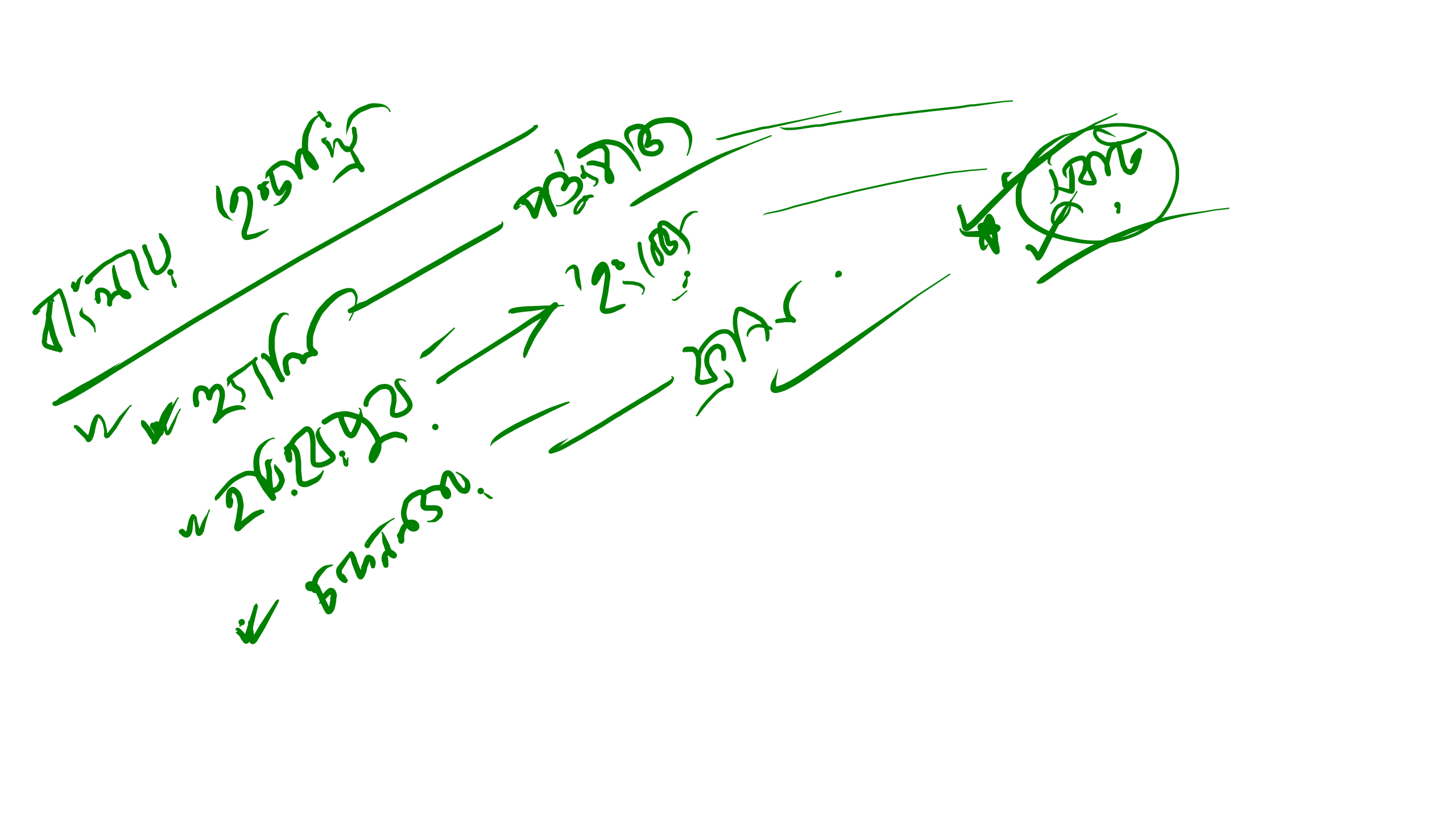

উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন

পর্তুগিজ (The Portuguese)	বাণিজ্যকুঠি:	বাণিজ্য উদ্দেশ্যে ১৫১০ সালে উড়িষ্যার 'পিপলি' নামক স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ১৫১৬ সালে বাংলায় এসে চট্টগ্রাম (পর্তুগিজরা বলতো Porte Grande) ও সপ্তগ্রামে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। ভারতে পর্তুগিজ তথা ইউরোপীয় প্রথম দুর্গ ছিল কোচিনে।
	উচ্ছেদ:	পর্তুগিজরা এদেশে ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত ছিল। বাণিজ্য করার চেয়ে পর্তুগিজদের মধ্যে লুটতরাজের প্রতি বেশি আগ্রহের দরুন আরাকান জলদস্যু (মগ) ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের (হার্মাদ) দৌরাত্ম্য ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এর ফলে সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে কাসিম খান প্রথমে ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে ও এরপর ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে সুবাদার শায়েস্তা খান পুনরায় পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম তথা বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন।

উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন

ইংরেজ (The English)	১৬০০	রানি এলিজাবেথের অনুমতিপত্র নিয়ে সম্রাট আকবরের দরবারে আগমন।
	১৬১২	সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতি নিয়েসুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন।
	১৬৩৩	সম্রাট শাহ্‌জাহানের অনুমতি নিয়ে বাংলার হরিহরপুরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন।
	১৬৯০	জব চার্নক নামের ইংরেজ সম্রাট আওরঙ্গজেব থেকে ১২০০ টাকার বিনিময়ে কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রামের জামিদারি লাভ করেন।
	১৭০০	ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে সামরিক দুর্গ স্থাপন করে।
	১৭১৭	দিল্লির সম্রাট ফররুখশিয়ার বাংলায় বিনা শুল্কে ইংরেজদের বাণিজ্যের অনুমতি দেন। এই ফরমান মহাসনদ নামে পরিচিত।
	১৮৫৮	কোম্পানির শাসনের অবসান এবং রানির শাসন শুরু।

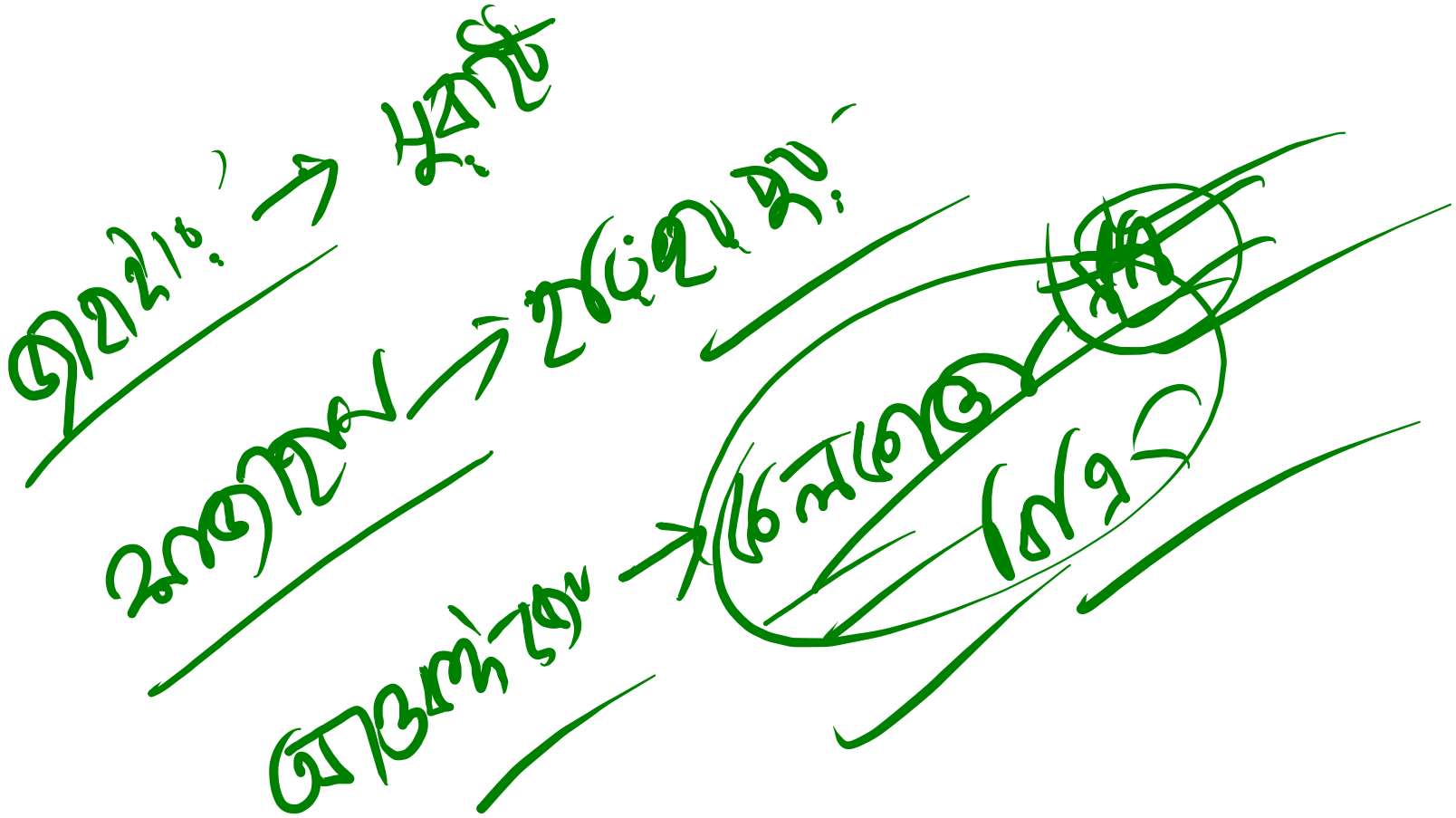

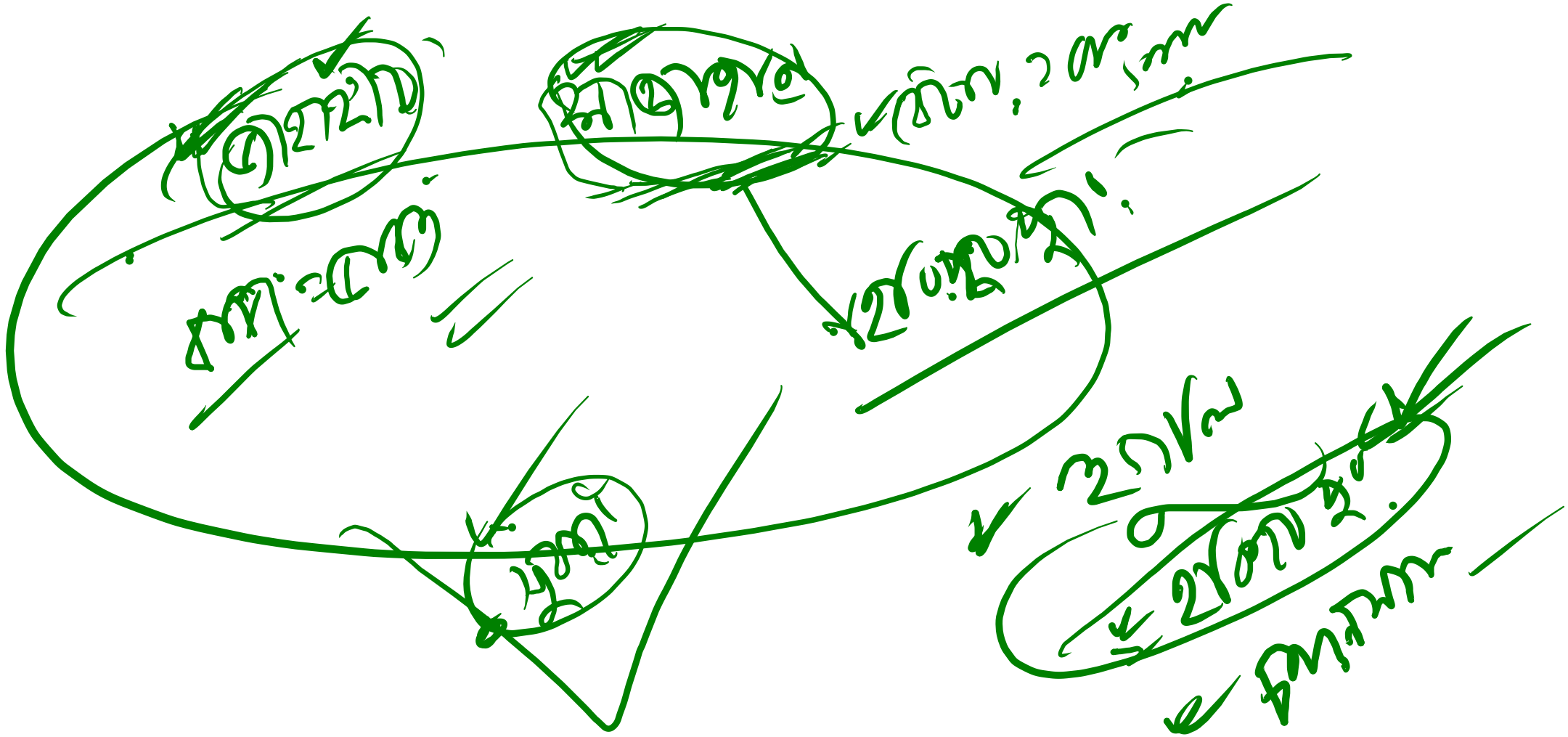

POLL QUESTION-01

➢ **ইংরেজরা কত সালে বাংলায় আগমন করে?**

(a) ১৬৩৩ সালে

(b) ১৬০৮ সালে

(c) ১৬০০ সালে

(d) ১৬৫১ সালে

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭)

সংস্কারক / ইংরেজ শাসক	শাসনকাল	সংস্কার কার্যক্রম
লর্ড ক্লাইভ	১৭৬৫-১৭৬৭	• বাংলার প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর। • দ্বৈত শাসন কায়েম। • ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।
ওয়ারেন হেস্টিংস	১৭৭২-১৭৮৫	• দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বাতিল করেন (১৭৭২) • কলকাতাকে রাজধানী করেন (১৭৭২)। • পাঁচশালা ভূমি বন্দোবস্ত (১৭৭৩)। • সাম্রাজ্যবাদী সত্ব বিলোপ নীতি (১৭৭৪)। • এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা (১৭৮৪)। • ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করেন (১৭৮৪)। • উপমহাদেশে সর্বপ্রথম রাজস্ব বোর্ড (Board of Revenue) স্থাপন করেন। • তাঁর শাসন আমলে ভারতের প্রথম সংবাদপত্র "বেঙ্গল গেজেট" প্রকাশিত হয়।
লর্ড কর্নওয়ালিস	১৭৮৬-১৭৯৩	• জমিদারী প্রথার সূত্রপাত। • ভারতের সিভিল সার্ভিসের জনক। • দশশালা ভূমি বন্দোবস্ত প্রবর্তন। • চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)। • সূর্যাস্ত আইন প্রবর্তন (১৭৯৩)।

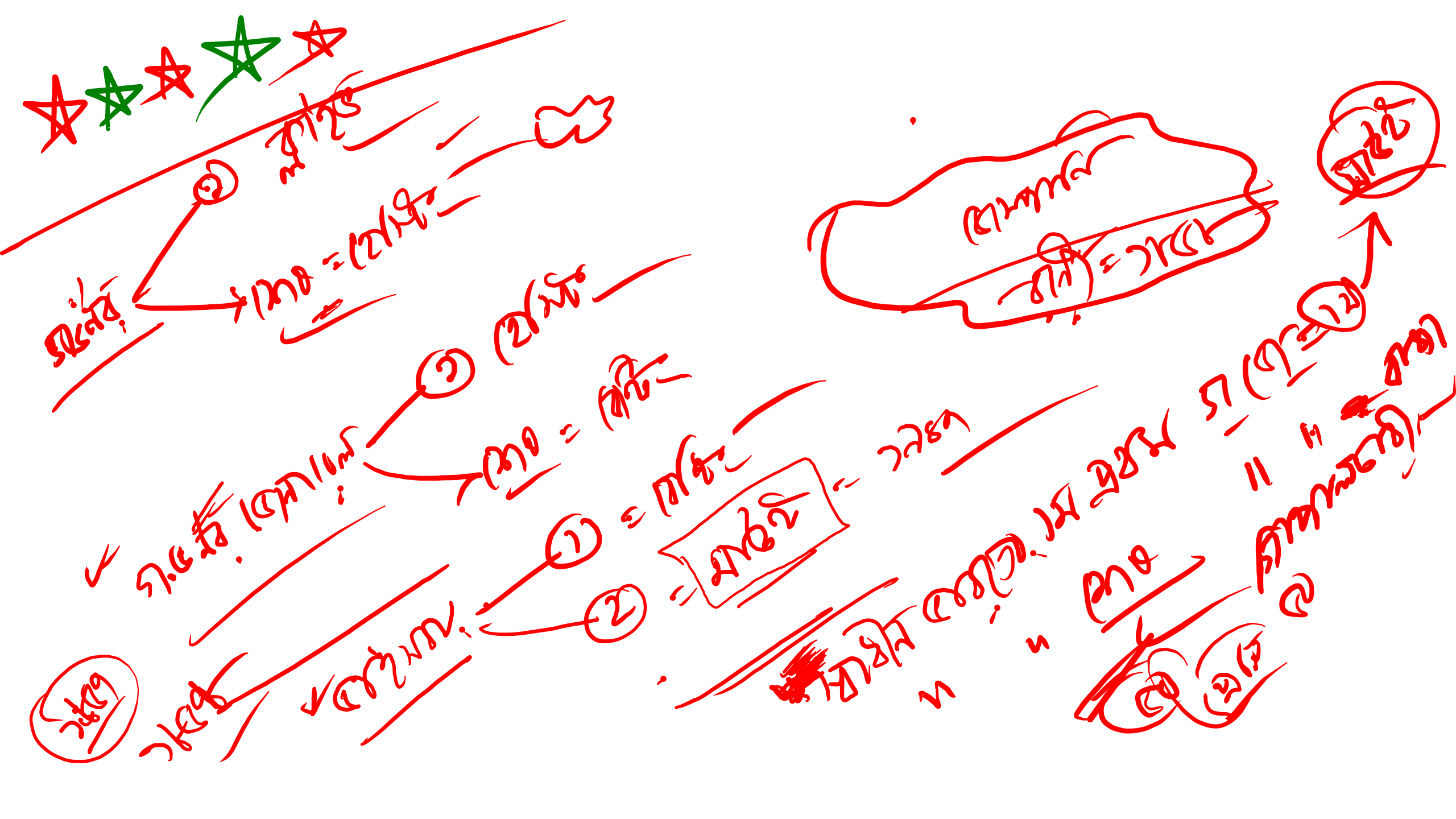

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭)

সংস্কারক / ইংরেজ শাসক	শাসনকাল	সংস্কার কার্যক্রম
লর্ড ওয়েলেসলি	১৭৯৮-১৮০৫	• অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তন। • ব্রিটিশের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বড়লাট।
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক	১৮২৮-১৮৩৫	• সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইন (১৮২৯) • কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮৩৫)। • লর্ড ম্যাকলে কর্তৃক শিক্ষা নীতি প্রণয়ন (১৮৩৫)। • ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু (১৮৩৫)।
লর্ড ডালহৌসি	১৮৪৮-১৮৫৬	• সত্ব বিলোপ নীতির প্রবর্তন। • উপমহাদেশের প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন চালু করেন (১৮৫০)। • ১৮৫৩ সালে উপমহাদেশে ও ১৮৫৪ সালে বাংলায় সর্বপ্রথম রেল যোগাযোগ চালু করেন। • বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন (১৮৫৪, পাস-১৮৫৬)।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭)

সংস্কারক / ইংরেজ শাসক	শাসনকাল	সংস্কার কার্যক্রম
লর্ড ক্যানিং	১৮৫৬-১৮৬২	• কাগজী মুদ্রার প্রচলন (১৮৫৭)। • সিপাহী বিপ্লব কালীন গভর্নর জেনারেল/ভাইসরয়। • ব্রিটিশ সরকার নিযুক্ত ভারতে প্রথম রাজপ্রতিনিধি/ভাইসরয়। • ১৮৬১ সালে উপমহাদেশে প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন। • ১৮৬১ সালে সর্বপ্রথম 'পুলিশি ব্যবস্থা' চালু করেন। • নীল কমিশন গঠন করেন; ফলে তার শাসন আমলেই নীল বিদ্রোহের সূচনা হয়। • ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস আইন পাস করেন।
লর্ড মেয়ো	১৮৬৯-১৮৭২	• 'আদমশুমারি' চালু করেন; ১৮৭২ সালে সর্বপ্রথম আদমশুমারি পরিচালিত হয়। • তিনি প্রথম ভাইসরয় যিনি ভারতে নিহত হন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭)

সংস্কারক / ইংরেজ শাসক	শাসনকাল	সংস্কার কার্যক্রম
লর্ড লিটন	১৮৭৬-১৮৮০	• একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন। • ১৮৭৮ সালে অস্ত্র আইন প্রণয়ন করেন; 'সংবাদপত্র আইন' বা '(Vernacular Press Act, 1878)' প্রণয়ন করে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। যা সে সময়ে প্রবল বিতর্কের জন্ম দেয়।
লর্ড রিপন	১৮৮০-১৮৮৪	স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করেন; পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপল ব্যবস্থা (Bengal Municipal Act) প্রবর্তন করেন। 'সংবাদপত্র আইন (Vernacular Press Act)' ও অস্ত্র আইন রহিত করেন। • ১৮৮১ সালে 'ফ্যাক্টরি আইন প্রবর্তন' করার মাধ্যমে ৮ ঘণ্টা কাজ করার নিয়ম চালু করেন ও শিশু (৭ বছরের নিচে) শ্রমিক কারখানায় নিয়োগ নিষিদ্ধ করেন। ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশন (Hunter Commission) গঠন করেন। এ কমিশনকে আধুনিক ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন বলা হয়। 'ইলবার্ট বিল, ১৮৮৩' পাশ করার মাধ্যমে দেশীয় বিচারকদের ইউরোপীয় বণিকদের শাসন করার/বিচার করার অধিকার প্রদান করেন; ১৮৮৪ সালে যা বাতিল করা হয়। • "Judge me by my acts and not by my words" - লর্ড রিপন (কলকাতার প্রথম জনসভায়)।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭)

সংস্কারক / ইংরেজ শাসক	শাসনকাল	সংস্কার কার্যক্রম
লর্ড কার্জন (জর্জ নাথানিয়েল কার্জন)	১৮৯৯–১৯০৫	• ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেন। • কলকাতায় বৃহত্তম গ্রন্থাগার 'ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠা করেন।
লর্ড মিন্টো	১৯০৫-১৯১০	• মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন প্রণয়ন করে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেন।
লর্ড হার্ডিঞ্জ	১৯১০-১৯১৬	• ১২ ডিসেম্বর, ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন; • ১৯১২ সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা হতে দিল্লিতে স্থানান্তর করেন। • ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ২৭ মে, ১৯১২ সালে 'নাথান কমিশন' গঠন করেন।

রাকিব, সোহান

শিশির

নাঈম সোহান

হার্ডি

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭)

সংস্কারক / ইংরেজ শাসক	শাসনকাল	সংস্কার কার্যক্রম
লর্ড চেমসফোর্ড	১৯১৬-১৯২১	• ১৯১৯ সালে 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন' নামে ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করেন। • রাওলাট আইন (Rowlatt Act, 1919) জারি করেন।
লর্ড মাউন্টব্যাটেন	১৯৪৭-১৯৪৮	• ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয় গভর্নর জেনারেল (২৪ মার্চ, ১৯৪৭- ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭)। • স্বাধীন ভারতের ১ম গভর্নর জেনারেল (১৫ আগস্ট, ১৯৪৭-২১ জুন, ১৯৪৮)।

POLL QUESTION-02

➢ **‘বঙ্গভঙ্গ রদ’ ঘোষণাকালীন ব্রিটিশ লর্ড কে ছিলেন?**

(a) লর্ড হার্ডিঞ্জ

(b) লর্ড মিন্টো

(c) লর্ড কার্জন

(d) লর্ড কারমাইকেল

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭)

❑ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময়ে বাংলার লে. জেনারেল ও গভর্নর এবং তাঁদের শাসনকাল:

পদবি	ব্যক্তির নাম	ঘটনা	ঘটনার সাল
বাংলার লে. জেনারেল	স্যার ফ্রেডরিক জেমস হালিডে	সিপাহি বিদ্রোহ	১৮৫৭
	স্যার জন পিটার গ্রান্ট	নীল বিদ্রোহীদের দমনে 'নীল কমিশন' গঠন	১৮৬০
	স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার	বঙ্গভঙ্গ	১৯০৫
	স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার	স্বদেশি আন্দোলন	১৯০৬
বাংলার গভর্নর	লর্ড কারমাইকেল	অবিভক্ত বাংলার প্রথম গভর্নর	১৯১২
	লর্ড ডানডাস	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	১৯২১
	মাইকেল ন্যাচবুল, পঞ্চম ব্যারন ব্র্যাবোর্ন	অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন	১৯২৭
	জন আর্থার হার্বার্ট	তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ	১৯৪৩
	স্যার ফ্রেডরিক বারোজ	দেশ ভাগ ও বাংলার সর্বশেষ গভর্নর	১৯৪৭

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭)

পদবি	ব্যক্তির নাম	ঘটনা	শাসনামল
পূর্ববঙ্গের গভর্নর	স্যার ফ্র্যাডেরিক চালমার্স বোর্ন	ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বঙ্গের গভর্নর	১৯৪৭–১৯৫০
	স্যার ফিরোজ খান নুন	ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বঙ্গের গভর্নর	১৯৫০–১৯৫৩
	চৌধুরী খালিকুজ্জামান	যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন	১৯৫৩–১৯৫৪
	ইস্কান্দার মীর্জা	–	১৯৫৪–১৯৫৫
	আমীরউদ্দিন আহমেদ	পূর্ব পাকিস্তান নামকরণের পর প্রথম গভর্নর	১৯৫৫–১৯৫৬

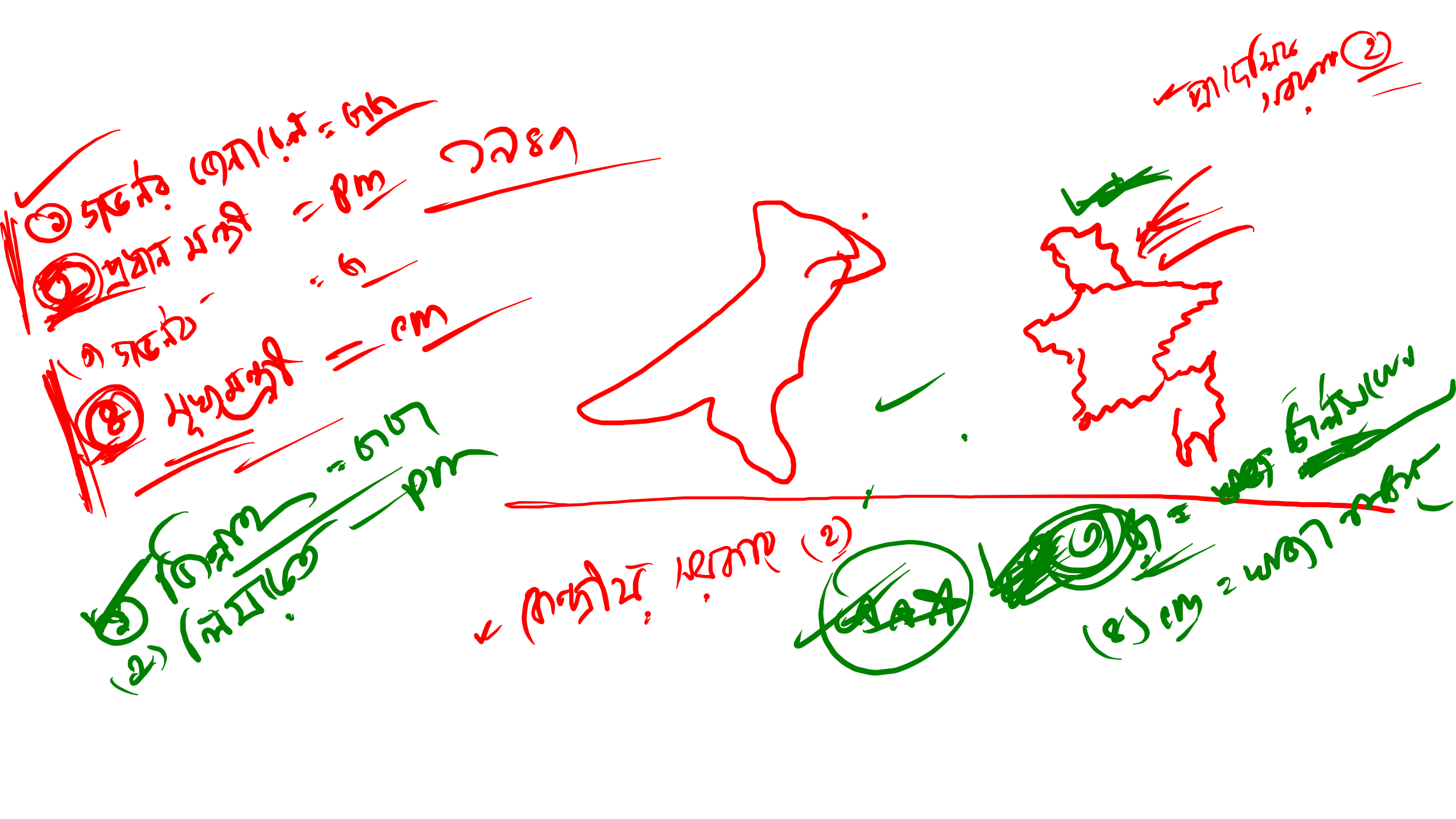

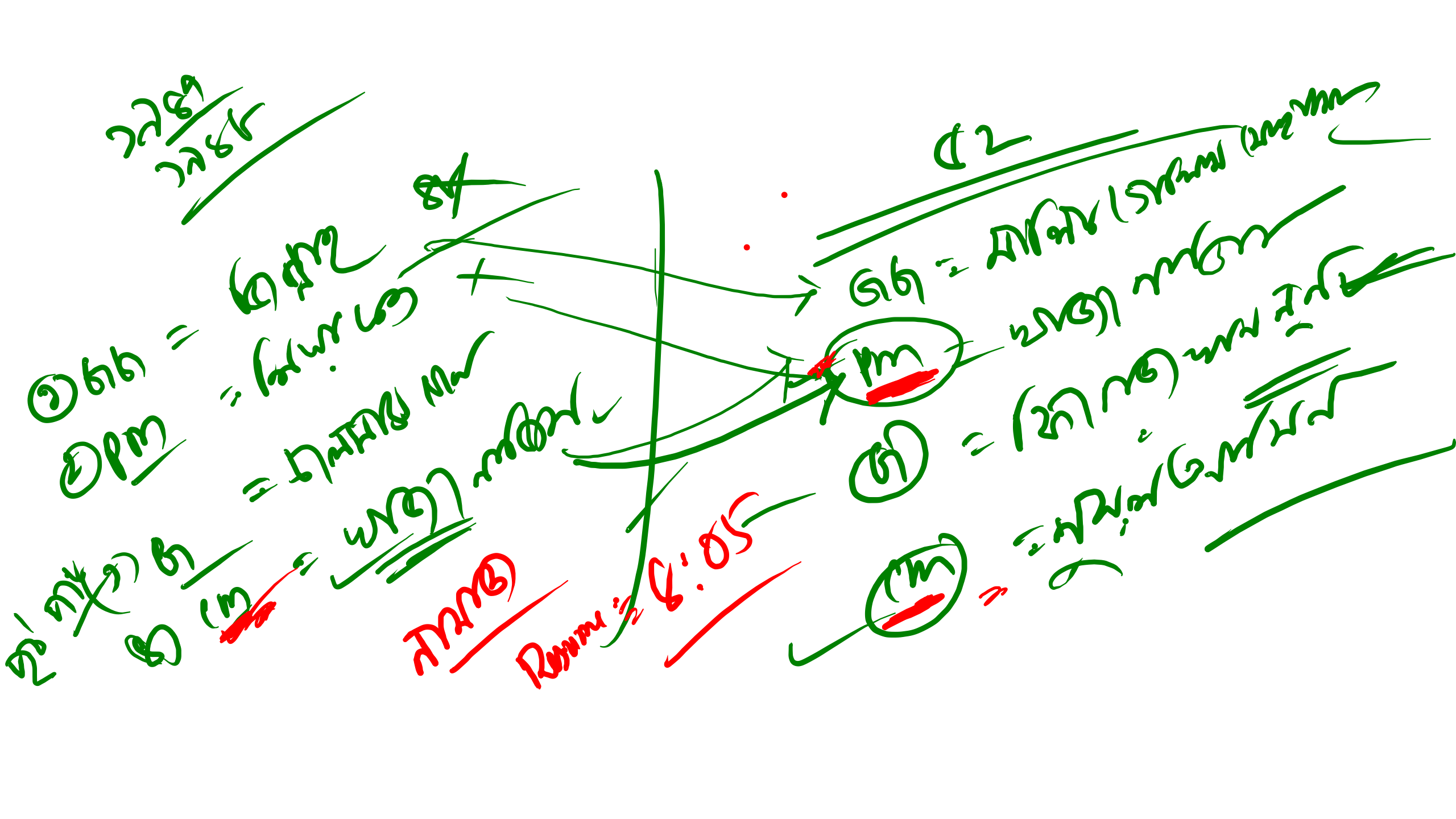

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭)

❑ বাংলায় ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে গৃহীত সংস্কার ও পদক্ষেপ:

সংস্কার ও পদক্ষেপ	শাসক
দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা (১৭৬৫)	লর্ড ক্লাইভ
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)	লর্ড কর্নওয়ালিস
সতীদাহ প্রথা নিবারণ (১৮২৯), ঠগী দমন	লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক
সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭)	লর্ড ক্যানিং
প্রথম আদমশুমারি (১৮৭২)	লর্ড মেয়ো
ক্রিপস মিশন, ভারত ছাড় আন্দোলন	লর্ড লিনলিথগো
ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট	লর্ড মিন্টো
ভূ-সম্পত্তি বিষয়ক সংস্কার, বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫)	লর্ড কার্জন
মর্লি-মিন্টো সংস্কার (১৯০৯)	লর্ড মিন্টো (দ্বিতীয়)

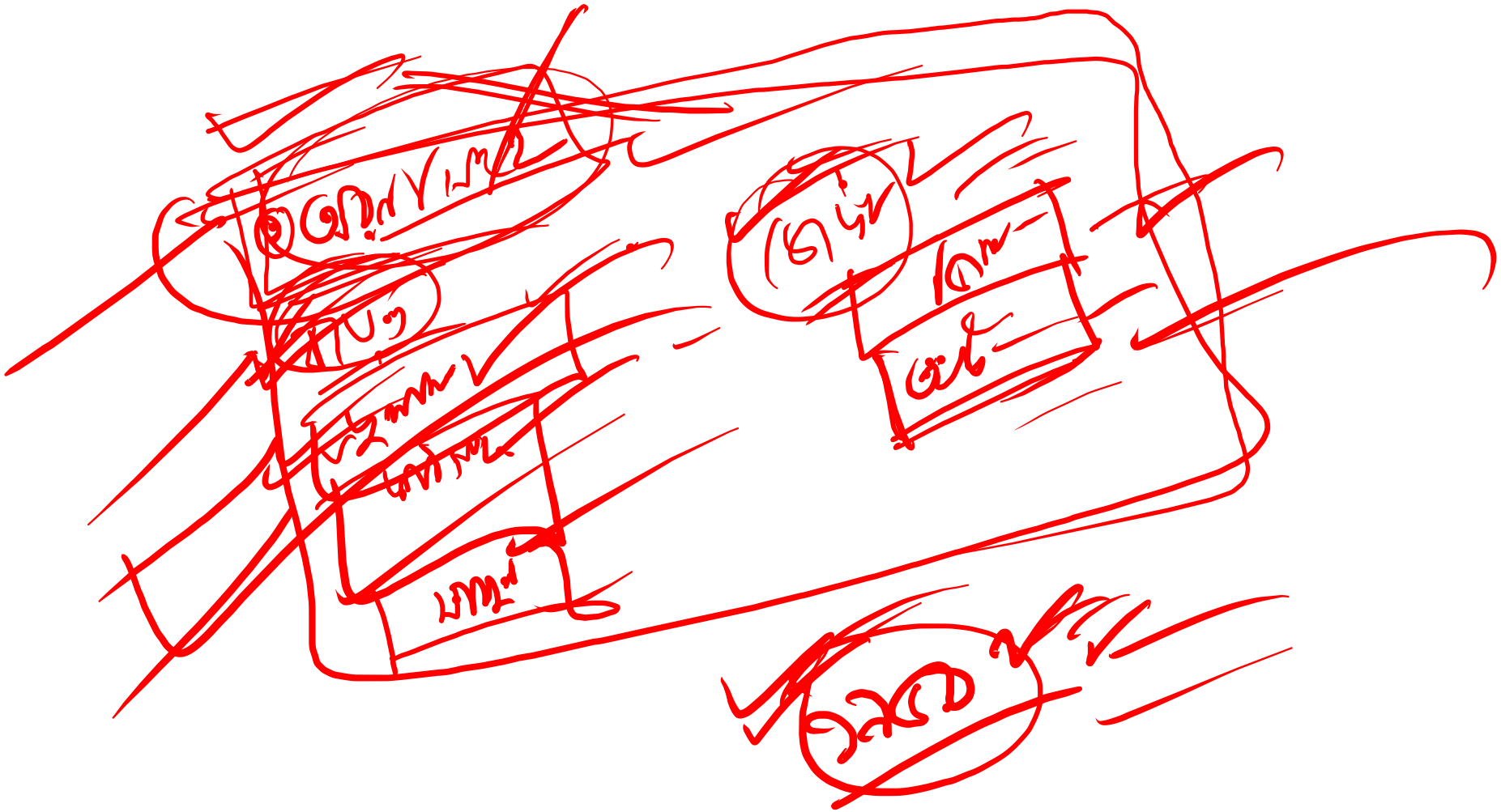

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭)

সংস্কার ও পদক্ষেপ	শাসক
বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১), কলকাতা থেকে দিল্লিতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তর (১৯১২)	লর্ড হার্ডিঞ্জ
মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার (১৯১৯), রাওলাট আইন (১৯১৮)	লর্ড চেমসফোর্ড
ভারত শাসন আইন (১৯৩৫)	লর্ড উইলিংডন
ক্যাবিনেট মিশন (১৯৪৬)	লর্ড ওয়াভেল
ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (১৯৪৭)	লর্ড মাউন্টব্যাটেন
সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের প্রস্তাব	লর্ড আরউইন

বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন রাজনীতি

❑ বঙ্গভঙ্গ

কার্যকর:	১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর;
মূল পরিকল্পনা:	অ্যান্ড্রু ফ্রেজার; অনুমোদন দেন লর্ড কার্জন
সৃষ্ট প্রদেশ:	(ক) পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ (খ) পশ্চিমবঙ্গ
পশ্চিম বাংলা প্রদেশ:	পশ্চিম বাংলা বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত নতুন প্রদেশের রাজধানী ছিল কলকাতা। এ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন অ্যান্ড্রু ফ্রেজার।
পূর্ববঙ্গ ও আসাম:	ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিভাগ এবং আসাম নিয়ে গঠিত এ প্রদেশের রাজধানী ছিল ঢাকা। ১৯০৫ সালে নবগঠিত প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন ব্যামফিল্ড ফুলার।
কারণ:	১৭৬৫ সালের পর থেকে বিহার, উড়িষ্যা বাংলার অন্তর্ভুক্ত থাকায় সরকারি প্রশাসনিক এলাকা হিসেবে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে বাংলাকে সুষ্ঠুভাবে শাসন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। ফলে লর্ড কার্জনের তৎপরতায় ১৯০৫ সালে ৫ জুলাই সরকারিভাবে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করা হয়।
বঙ্গভঙ্গ রদ:	প্রবল আন্দোলন ও অসন্তুষ্টির মুখে ব্রিটেনের রাজা পঞ্চম জর্জ ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন এবং ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তর করেন। ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ কার্যকর হয়।

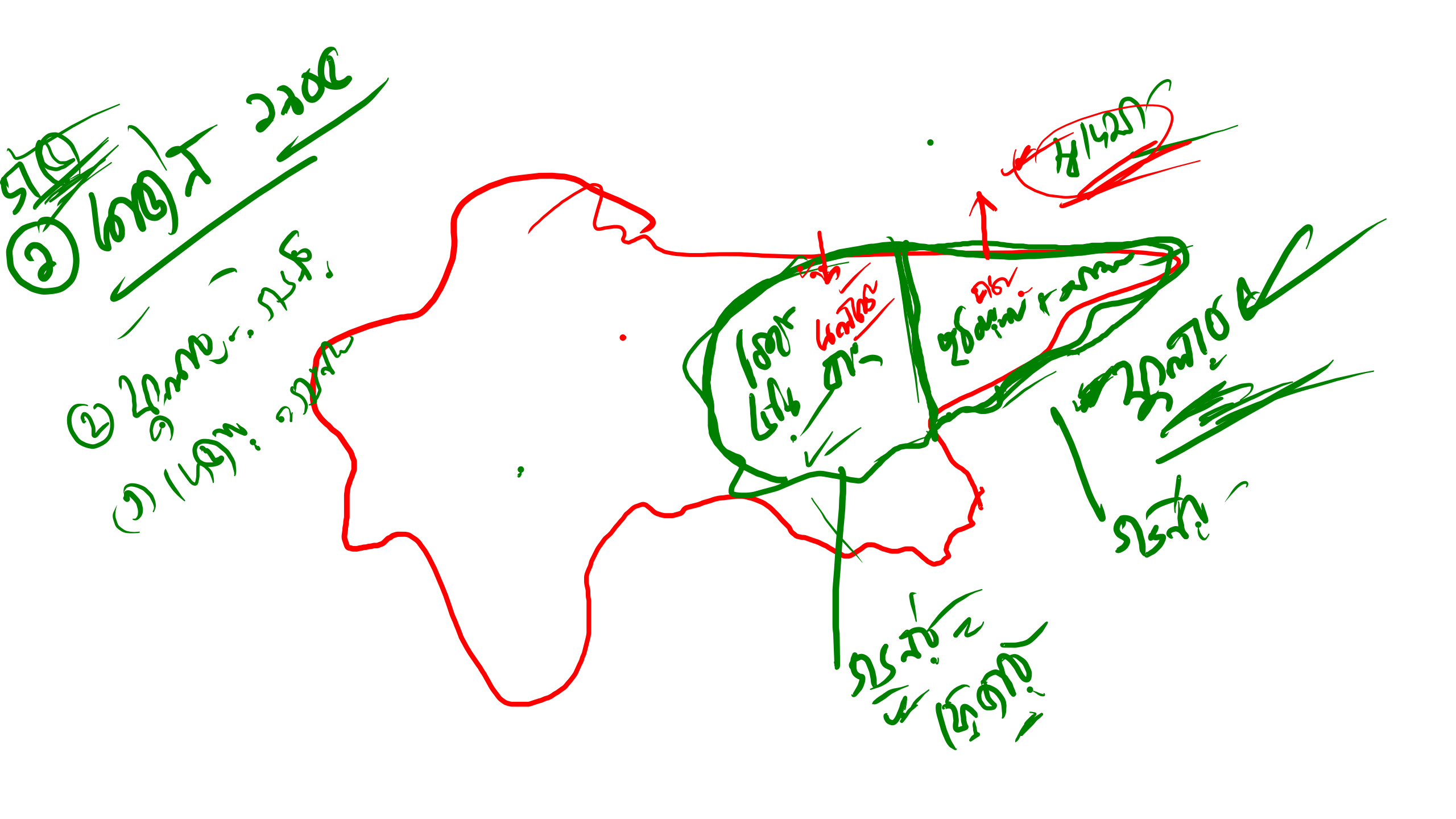

বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন রাজনীতি

বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া: স্বদেশি আন্দোলন

	বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে আন্দোলন গড়ে উঠে তাকে সাধারণভাবে স্বদেশি আন্দোলন বলে।
রবীন্দ্রনাথের অবদান:	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে 'রাখিবন্ধন' অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এছাড়াও 'ও আমার দেশের মাটি' গান এবং 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' কবিতা, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস লিখেন।
সাংস্কৃতিক জাগরণ:	চারণ কবি মুকুন্দ দাস বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে 'পড়ো না রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী' গান গেয়ে জনগণের মধ্যে স্বদেশি আন্দোলনের পক্ষে তীব্র আবেগ সৃষ্টি করেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধন ধান্য পুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটি এই আন্দোলনের সময় রচনা করেন। পাশাপাশি বেঙ্গলি, সঞ্জীবনী, যুগান্তর, অমৃতবাজার, সন্ধ্যা ও হিতবাদী পত্রিকাগুলো স্বদেশি আন্দোলনের পক্ষে প্রচারণা চালায়।
ব্রিটিশ পণ্য বর্জন:	কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ এবং মতিলাল ঘোষ তাঁদের লেখনি দ্বারা ব্রিটিশ পণ্য বর্জন এবং স্বদেশি পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বাঙালিদের উদ্বুদ্ধ করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।
নারীদের অংশগ্রহণ:	এ আন্দোলনে প্রথমবারের মতো বাংলার নারীরা অংশগ্রহণ করে। আন্দোলনের সমর্থনে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সমিতি গঠিত হয়। যেমন- অনুশীলন (ঢাকা), সাধনা (ময়মনসিংহ), ব্রতী (ফরিদপুর), স্বদেশি বান্ধব (বরিশাল), যুগান্তর (কলকাতা)।

বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন রাজনীতি

❑ বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া: বাংলার সশস্ত্র বিদ্রোহী আন্দোলন

ক্ষুদিরাম বসু:	৩০ এপ্রিল, ১৯০৮ ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যাচেষ্টায় ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি ইউরোপীয়ান ক্লাবের বাইরে বোমাসহ অপেক্ষা করছিল, কিন্তু ব্যারিস্টার প্রিঙ্গেল কেনেডির গাড়িকে কিংসফোর্ডের ভেবে তারা বোমা নিক্ষেপ করে। এতে প্রিঙ্গেল কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা নিহত হয়; ক্ষুদিরাম বসু পালাতে গিয়ে আটক হয় কিন্তু প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করে। হত্যাকাণ্ডের দায়ে ১১ আগস্ট, ১৯০৮ মাত্র ১৮ বছর বয়সি ক্ষুদিরাম বসুকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।
বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স:	১৯২৪ সালে ইংরেজ সরকার 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' জারির মাধ্যমে বিপ্লবীদের গ্রেফতার শুরু করে। বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দেয় তাঁদের মধ্যে অরবিন্দু ঘোষ, রবীন্দ্র ঘোষ এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন অন্যতম। এ আন্দোলনের প্রধান সংগঠন ছিল ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' (এর নেতা ছিলেন পুলিন বিহারী দাস) ও কলকাতার 'যুগান্তর সমিতি' (এর নেতা ছিলেন বাঘা যতীন, প্রকৃত নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)।
মাস্টারদা সূর্যসেন:	মাস্টারদা সূর্যসেন চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করতে 'চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি' নামক আত্মঘাতী বিপ্লবী বাহিনী গঠন করেন যা একের পর এক সরকারি প্রতিষ্ঠান নিজেদের আয়ত্তে নেন। ১৯৩০ সালে ১৮ এপ্রিল দলবল নিয়ে চট্টগ্রামের ২টি সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন। ১৯৩৩ সালে পুলিশের কাছে ধরা পড়েন। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি তাকে চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয় এবং মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়।
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার:	প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার মাস্টারদা সূর্যসেনের ছাত্রী ছিলেন। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে মাস্টারদার নির্দেশে 'পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাবে' দলবলসহ আক্রমণ করেন। আক্রমণের সময় গুলিবিদ্ধ হলে ব্রিটিশ সরকারের হাতে বন্দি হবার পূর্বে তাৎক্ষণিকভাবে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

দেহ

মানব

[illegible]

[illegible]

| চেতনা

[illegible]

মন

[illegible]

ভারত বিভাগ-পূর্ব রাজনীতি

❑ উপমহাদেশের রাজনৈতিক বিবর্তন

	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	নিখিল ভারত মুসলিম লীগ
প্রতিষ্ঠা	২৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৫; মুম্বাই	৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬; ঢাকা
প্রতিষ্ঠাতা	অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম	নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, আগা খান ও নবাব ভিকার-উল-মুলক
প্রথম অধিবেশন	২৮-২৯ ডিসেম্বর, ১৮৮৫; মুম্বাই; সভাপতি- ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি	২৮-৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬; ঢাকা; সভাপতিত্ব করেন- নবাব ভিকার-উল-মুলক
প্রথম প্রেসিডেন্ট	ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি	তৃতীয় আগা খান
উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি	দাদাভাই নওরোজী (ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রথম ভারতীয় ব্যক্তি; Grand Old Man Of India), ফিরোজ শাহ মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রমুখ	মাওলানা মোহাম্মদ আলি জওহর, জাফর আলি খান, সাইয়েদ নবীউল্লাহ, ব্যারিস্টার সাইয়েদ জহুর আহমেদ প্রমুখ

☐ মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন (১৯০৯)

এই আইনের মাধ্যমে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

☐ লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬)

পরিচয়: হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির প্রথম চুক্তি।
স্বাক্ষর: ১৯১৬
চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী: এ কে ফজলুল হক ও মতিলাল নেহরু
পক্ষদ্বয়: কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ।

☐ খিলাফত আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উসমানীয় (অটোম্যান) সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা এবং তুর্কিয়ে সুলতান বা খলিফার মর্যাদা ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে ১৯১৯ সালে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তা-ই খিলাফত আন্দোলন।
আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন: আলী ভ্রাতৃদ্বয় (মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী), মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, আনসারী প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ।
খেলাফত কমিটি গঠিত হয়: ১৯১৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর (ঢাকায়)।

ভারত বিভাগ-পূর্ব রাজনীতি

❑ স্বরাজদল ও বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কংগ্রেসের একাংশ ১৯২২ সালে স্বরাজ পার্টি গঠন করে। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে 'স্বরাজ দল' কেন্দ্রীয় আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি ১৯২৩ সালে বাংলার মুসলমানদের সাথে একটি সমঝোতায় পৌঁছান। এ সমঝোতা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বা 'বাংলা চুক্তি' নামে পরিচিত।

❑ নেহেরু রিপোর্ট (১৯২৮)

মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে একটি রিপোর্ট পেশ করে। এ রিপোর্ট ভারতের জন্য স্বাধীনতার পরিবর্তে ব্রিটিশ রাজ্যের মর্যাদা প্রদান এবং মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিলের সুপারিশ করা হয়। এতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিক্ষুব্ধ এবং মর্মাহত হন। নেহেরু রিপোর্টের প্রতিবাদে ১৯২৯ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের দাবি সম্পর্কিত ১৪ দফা উত্থাপন করেন। এ ১৪ দফা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

❑ ভারত শাসন আইন (১৯৩৫)

সাইমন কমিশন রিপোর্ট, নেহেরু রিপোর্ট, জিন্নাহর ১৪ দফা পর্যালোচনা করে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের ফলে –

- যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
- উপমহাদেশের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার পায়।

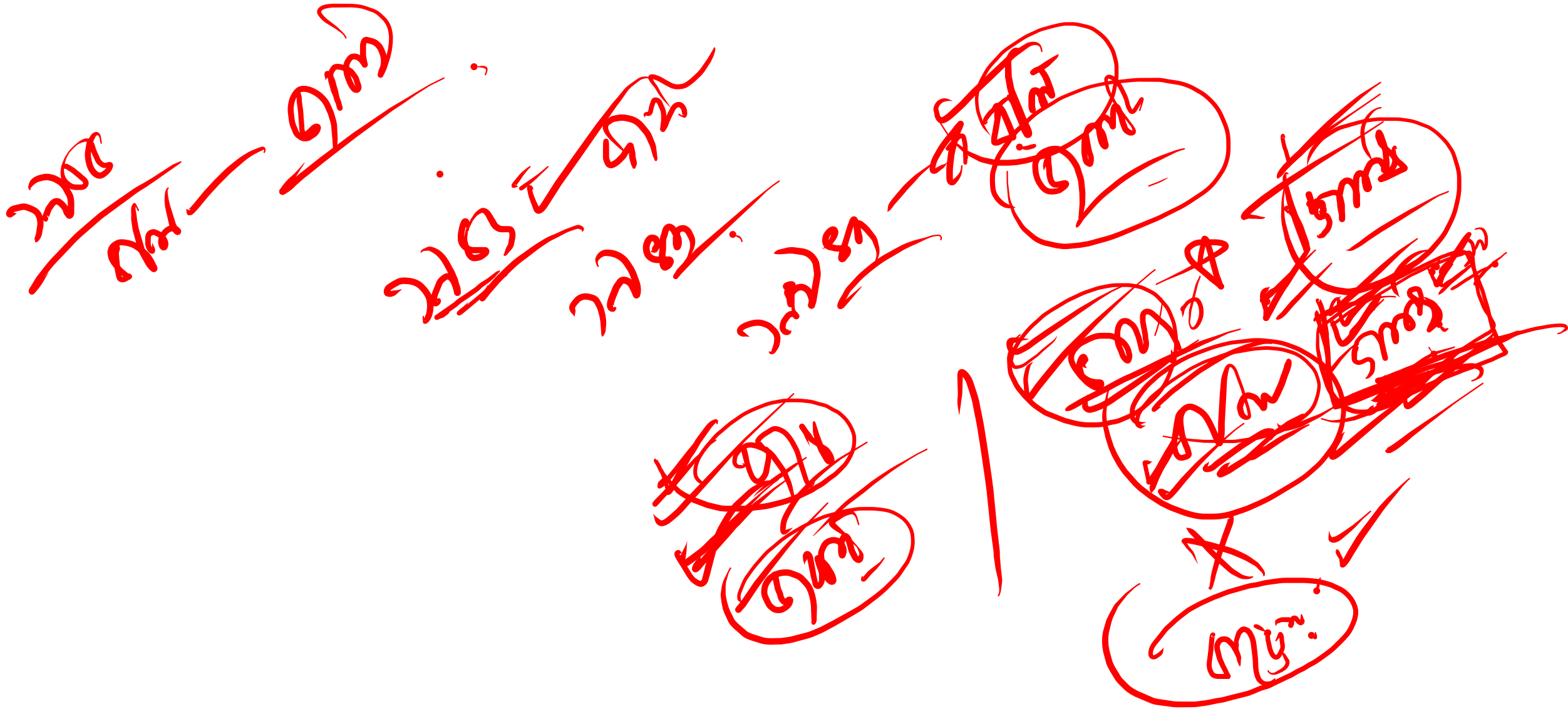

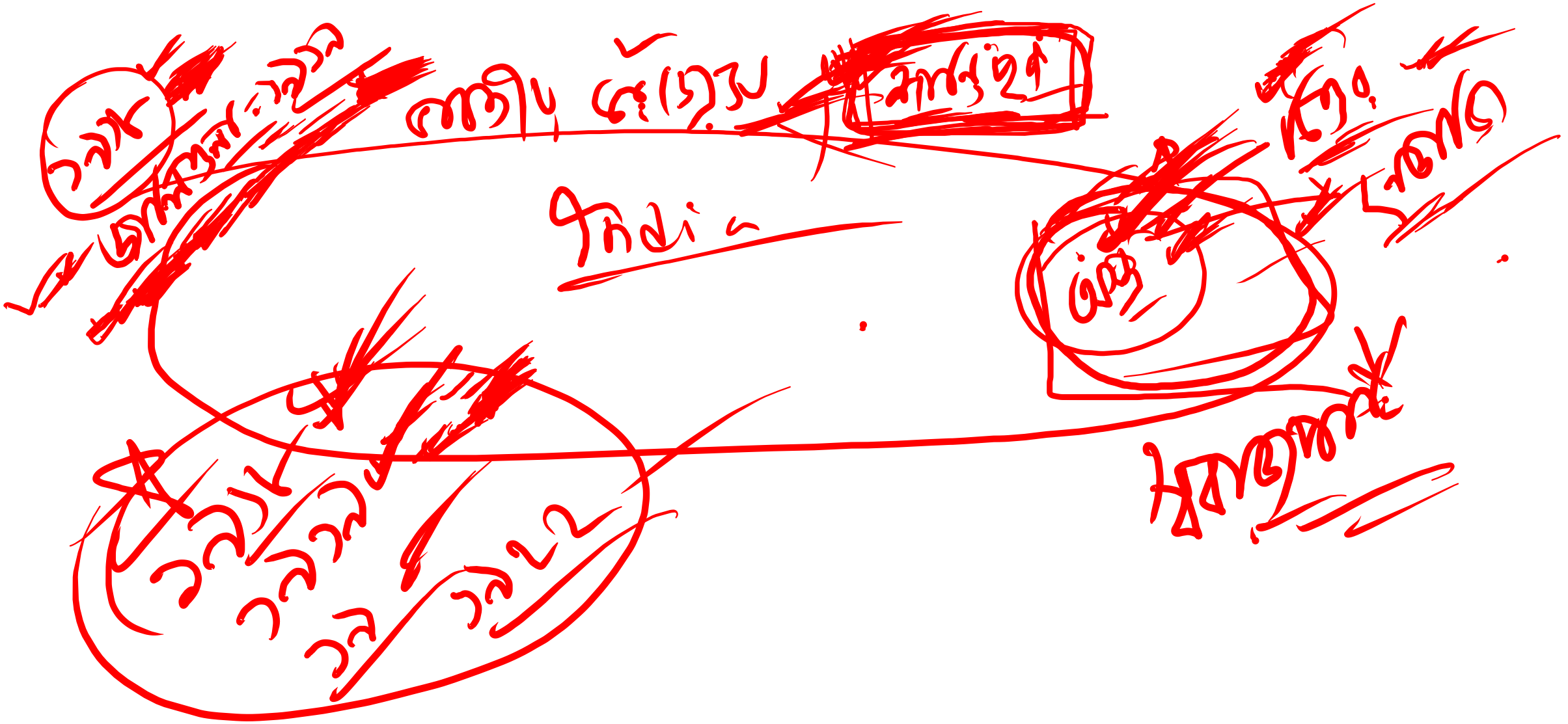

ভারত বিভাগ-পূর্ব রাজনীতি

❑ প্রাদেশিক নির্বাচন এবং ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১)

অবিভক্ত বাংলার প্রথম নির্বাচন:	১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৪০টি, কৃষক-প্রজা পার্টি ৩৫টি, স্বতন্ত্র মুসলমান ৪১টি এবং স্বতন্ত্র হিন্দু ১৪টি আসন পায়।
প্রথম মন্ত্রিসভা:	১৯৩৭ সালে এ. কে. ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ সালে ফ্লাউড কমিশন গঠন করেন। তিনি ঋণ সালিসি বোর্ড গঠন করেন এবং নারী শিক্ষার জন্য ঢাকায় ইডেন কলেজ সম্প্রসারণ করেন।
দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা:	এ. কে. ফজলুল হক ১৯৪১ সালে মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন এবং ড. শ্যামাপ্রসাদের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। 'শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা'র মুখ্যমন্ত্রী হন এ. কে. ফজলুল হক। ১৯৪৩ সালে এই মন্ত্রিসভার পতন হয়।
তৃতীয় মন্ত্রিসভা:	১৯৪৩ সালে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে খাজা নাজিমউদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। ১৯৪৫ সালে এ মন্ত্রিসভার পতন হয়।
চতুর্থ মন্ত্রিসভা:	হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৯৪৬ – ১৯৪৭) অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী।

ভারত বিভাগ-পূর্ব রাজনীতি

❑ দ্বিজাতি তত্ত্ব

১৯৩৯ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্ব ঘোষণা করেন। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

❑ লাহোর প্রস্তাব

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম কাউন্সিল অধিবেশনে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবে বলা হয়, উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে একটি এবং পূর্বাঞ্চল নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন হবে। লাহোর প্রস্তাবের মধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল। লাহোর প্রস্তাবের উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবসমূহ হলো-

ক) ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভূ-ভাগের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে।

খ) এসব স্বাধীন রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট অঙ্গ রাষ্ট্রগুলো স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হবে।

গ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর সাথে পরামর্শ করে তাদের সব অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষার জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঘ) প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট অঙ্গ রাজ্যগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকবে।

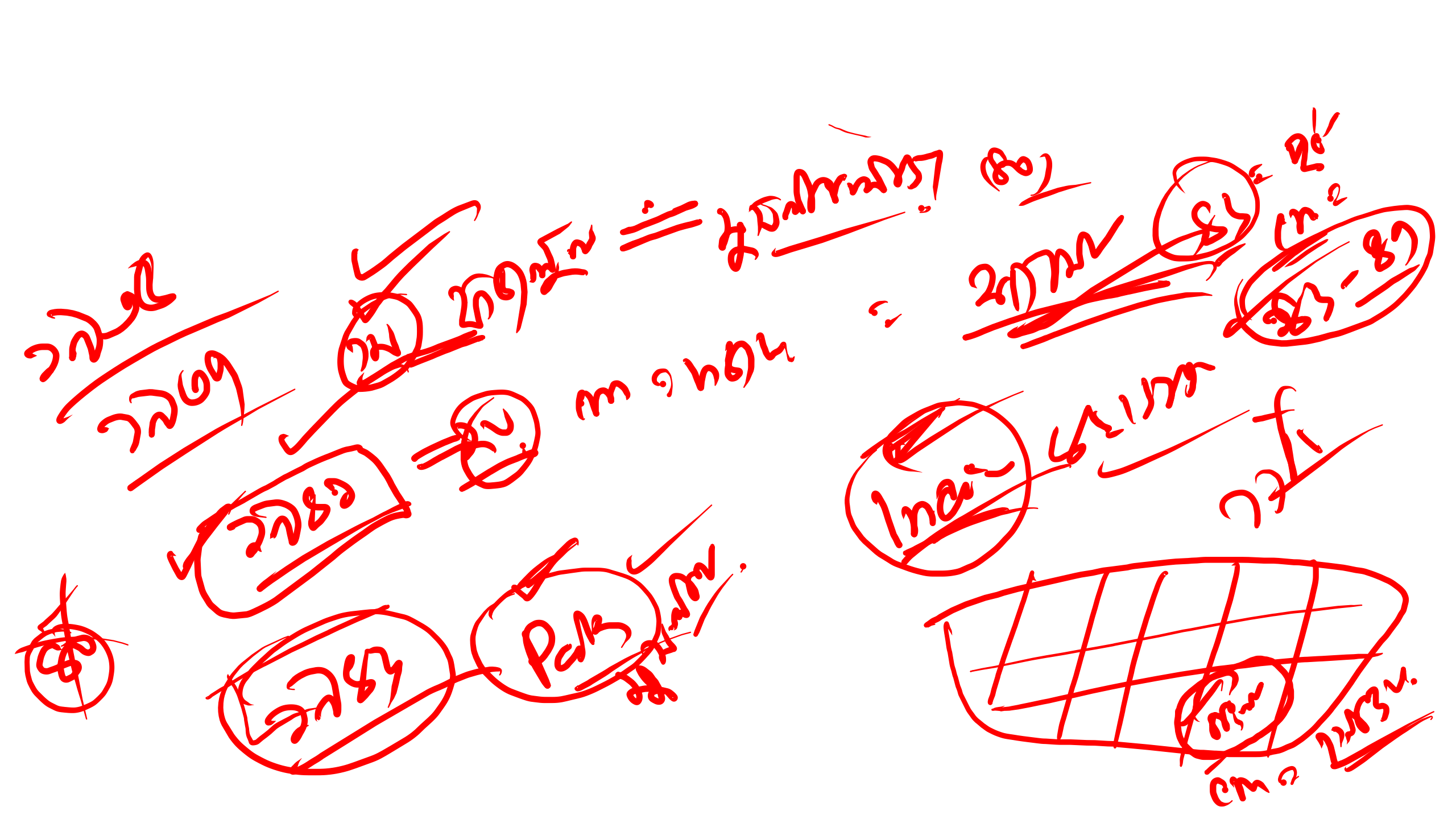

วลีนาม = [illegible] [illegible] = เพราะ [illegible] [illegible]

วลี[illegible] = [illegible] [illegible] = [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

วลี[illegible] = [illegible] [illegible] = [illegible] = [illegible] [illegible]

❑ ভারত ছাড় আন্দোলন (১৯৪২)

ভারতের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে **'ভারত ছাড়'** দাবিতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়।

❑ ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩)

এ দুর্ভিক্ষে আনুমানিক ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। বাংলা ১৩৫০ সালে সংঘটিত এই দুর্ভিক্ষ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামেও পরিচিত।

❑ মন্ত্রিমিশন (১৯৪৬)

১৯৪৬ সালে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি তাঁর মন্ত্রিসভার তিন সদস্যকে ভারতে প্রেরণ করেন। এই প্রতিনিধি দল 'মন্ত্রিমিশন' নামে পরিচিত। এ মিশনের সদস্যরা হলেন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য সচিব লর্ড পেট্রিক লরেন্স, স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস এবং এ. ভি. আলেকজান্ডার।

ভারত বিভাগ-পূর্ব রাজনীতি

❑ ভারত বিভাগ

লর্ড মাউন্টব্যাটেন বড়লাট হিসেবে শপথ নেন	২৪ মার্চ, ১৯৪৭ সালে
'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' পাস হয়	১৮ জুলাই, ১৯৪৭ সালে (ব্রিটিশ পার্লামেন্টে)
ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর	'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' দ্বারা

❑ পূর্ববঙ্গ জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫০)

পূর্ববঙ্গ জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ সালে পাস হয়। এ আইনের ফলে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়। এই আইন পাশ করেন শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক।

উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ

❑ সিপাহি বিদ্রোহ

বিদ্রোহের কারণ

১৮৫৬ সালে এনফিল্ড বন্দুকের ব্যবহার শুরু হয়। এনফিল্ড বন্দুকের কার্তুজ দাঁত দিয়ে কাটতে হয়। গুজব রটে যে, কার্তুজে গরু ও শূকরের চর্বি দেয়া থাকে। এ থেকে হিন্দু ও মুসলিম সৈনিকদের মনে ধারণা তৈরি হয় যে তাদের ধর্ম বিনষ্ট করার জন্য ইংরেজ সরকার এ কার্তুজ চালু করেছে। এর ফলে সিপাহিদের মধ্যে আন্দোলনের উত্তেজনা দেখা যায়।

উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ

❑ ঘটনাপ্রবাহ

ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৭:	সিপাহিরা এনফিল্ড রাইফেল ব্যবহারে অসম্মতি জানায়।
২৯ মার্চ, ১৮৫৭:	পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরের সেনা ছাউনিতে 'মঙ্গল পান্ডে' বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং দুইজন ব্রিটিশ সৈন্যকে আহত করেন।
এপ্রিল, ১৮৫৭:	কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে মঙ্গল পান্ডেকে হত্যা করা হয়। তিনি সিপাহি বিদ্রোহের প্রথম শহিদ।
মে, ১৮৫৭:	মিরাটের সেনা ছাউনিতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সিপাহিরা দিল্লি দখল করে শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে 'স্বাধীন ভারতের বাদশাহ' বলে ঘোষণা করেন। সিপাহি রজব আলীর নেতৃত্বে ঢাকায় সিপাহি বিপ্লব সংঘটিত হয়। ঢাকায় সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিবিজড়িত স্থান বাহাদুর শাহ পার্ক। বিদ্রোহীদের প্রধান সেনাপতি ছিলেন পেশোয়া বাজী রাও এর পোষ্যপুত্র ধন্ধুপন্থ (নানা সাহেব)। এছাড়া আহমদুল্লাহ, লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া টোপী, হাফিজ রহমত খাঁ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যুদ্ধে নেতৃত্ব দান করেন।
জুলাই, ১৮৫৭:	কানপুরের যুদ্ধে নানা সাহেব পরাজিত হন; লর্ড ক্যানিং বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত নয় তাদের মৃত্যুদণ্ড রহিত করেন।

উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ

সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭:	ব্রিটিশ সেনানায়ক মেজর হাডসন দিল্লি দখল করে সম্রাট ২য় বাহাদুর শাহকে গ্রেফতার করে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেন। (সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তাকে রেঙ্গুনেই সমাহিত করা হয়) ।
জুন, ১৮৫৮:	ব্রিটিশরা ঝাসি দখল করে নেয় এবং ঝাসির রানিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়।
আগস্ট, ১৮৫৮:	রানি ভিক্টোরিয়া ভারতের কর্তৃত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেন।
এপ্রিল, ১৮৫৯:	তাঁতিয়া টোপী, সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম সাহসী যোদ্ধাকে দেশদ্রোহীর দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

❑ সিপাহি বিপ্লবের ফলাফল

- মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এবং কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামল ছিল ১৭৫৭-১৮৫৮ সাল পর্যন্ত (প্রায় ১০০ বছর)।
- ১৮৫৮ সালে ভারতের ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে নেয়ার ঘোষণাপত্র ঢাকার 'আন্টাঘর ময়দানে' দাঁড়িয়ে পাঠ করা হয়। মহারানি ভিক্টোরিয়াকে "ভারতেশ্বরী" ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে আন্টাঘর ময়দানের নামকরণ করা হয় ভিক্টোরিয়া পার্ক। ১৯৫৭ সালে এর নাম পরিবর্তন করে বাহাদুর শাহ পার্ক করা হয়।

উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ

ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন (১৭৫৭-১৮০০)

- ✓ **বিদ্রোহের কারণ:** ইংরেজরা ফকির-সন্ন্যাসীদের চলাচলে বাধা নিষেধ আরোপ করে এবং ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহকে বেআইনি ঘোষণা করে।
- ✓ **ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করে:** ফকির-সন্ন্যাসীরা।
- ✓ **ফকিরদের নেতা:** মজনু শাহ্ (সুফি সাধক)।
- ✓ **সন্ন্যাসীদের নেতা:** ভবানী পাঠক।
- ✓ **সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নিয়ে উপন্যাস:** আনন্দমঠ (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।
- ✓ ১৭৮৭ সালে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ভবানী পাঠক নিহত হলে সন্ন্যাসী আন্দোলনেরও অবসান ঘটে।

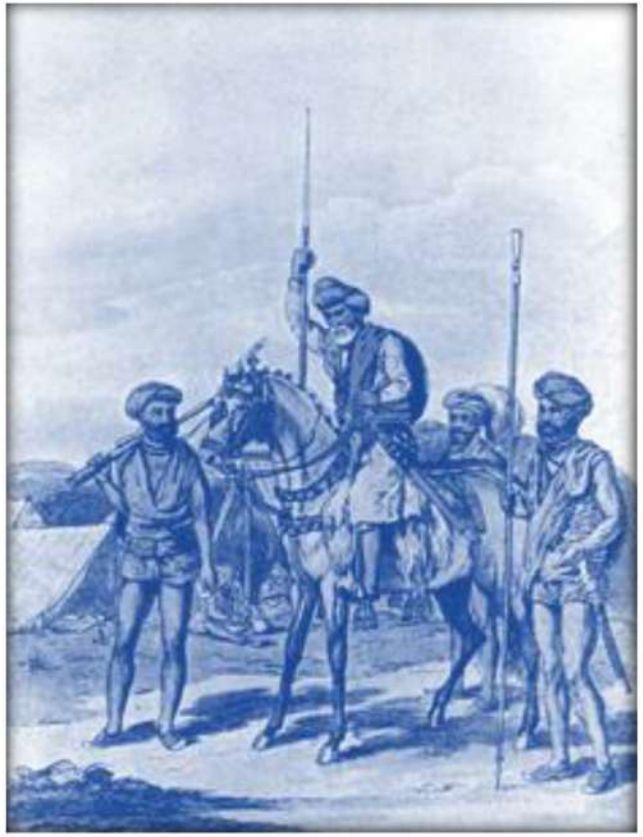

উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ

চাকমা বিদ্রোহ (১৭৬০-১৭৮৭)

- ✓ ১৭৬০ সালে চট্টগ্রাম জেলা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসে।
- ✓ ১৭৬১ সন থেকে নতুন কোম্পানি সরকার বার বার রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকে।
- ✓ ১৭৭২-৭৩ সাল থেকে চাকমা রাজা জোয়ান বক্সকে মুদ্রায় রাজস্ব দিতে বাধ্য করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে মুদ্রা অর্থনীতি প্রচলনের ব্যবস্থা করা হয়। এতে পার্বত্য জীবনে অস্থিরতা দেখা দেয়।
- ✓ ১৭৭৬ সালে রাজস্বের হার আরও বৃদ্ধি করা হলে প্রধান নায়েব রানু খান রাজা জোয়ান বক্সের সম্মতিক্রমে কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।
- ✓ রানু খানকে দমন করতে কোম্পানি বার বার সৈন্য প্রেরণ করে কিন্তু প্রত্যেক বার কোম্পানিকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়। এভাবে যুদ্ধ চলে প্রায় দশ বছর। অবশেষে কোম্পানি ক্লান্ত হয়ে ১৭৮৯ চাকমা রাজার সাথে সন্ধি স্থাপন করেন।

উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ

❑ বারাসাত বিদ্রোহ: তিতুমীর আন্দোলন (১৮৩০-১৮৩১)

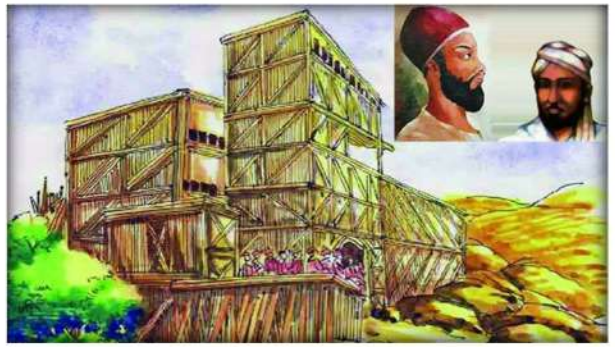

- ✓ **সূত্রপাত:** ১৮২৭ সালে সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন তিতুমীর; তৎকালীন মুসলিম সমাজ থেকে কুসংস্কার বিতাড়নের আন্দোলন একদম ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৮৩০ সালে প্রথম বারাসাতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।
- ✓ **নেতা:** তিতুমীর; প্রকৃত নাম মীর নিসার আলী। তিনি চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিবিসি জরিপে শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের তালিকায় উনি ১১তম।
- ✓ **প্রথম পর্ব:** ১৫ নভেম্বর, ১৮৩১ বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার ১২৫ জনের একটি পুলিশ বাহিনী নিয়ে নারিকেলবাড়িয়ায় পৌঁছলে তিতুমীরের দল হঠাৎ তাদের আক্রমণ করে। অপ্রস্তুত ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার তার দল নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও কয়েকজন সিপাহী ও বরকন্দাজ ঘটনাস্থলে নিহত হয়। এই বিজয়ে বিদ্রোহীদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। তারা আশেপাশের নীলকুঠিগুলো লুট করে। তিতুমীরের বিদ্রোহের এই ধাপটিকে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম সফল আন্দোলন বলা হয়।
- ✓ **দ্বিতীয় পর্ব:** ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক কর্তৃক প্রেরিত লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে পদাতিক বাহিনীর ১১টি রেজিমেন্ট, কয়েকটি কামানসহ গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাদল নিয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করে।
- ✓ **সমাপ্তি:** আক্রমণে তিতুমীরের পরাজয় ও মৃত্যু হলে কলকাতায় প্রহসনমূলক একতরফা এই বিচারে তিতুমীরের অনুসারীদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তিতুমীরের সেনাপতি গোলাম মাসুমকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এভাবে বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ

❑ ফরায়েজী আন্দোলন

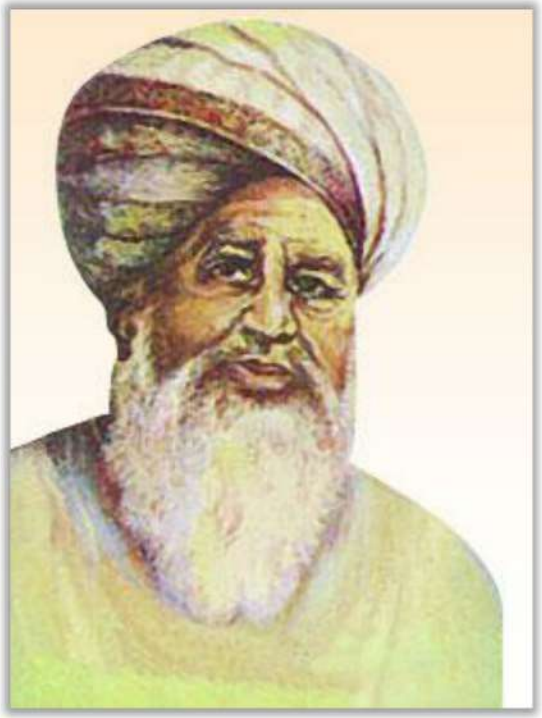

- ✓ **সূত্রপাত:** এটি মূলত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। উনিশ শতকে ভারতবর্ষে মুসলিম সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংস্কার ছিল অপরিহার্য। এর ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, খাজনা ও ইসলামের ফরজ পালনের জন্য ১৮১৮ সালে বাংলায় ফরায়েজি আন্দোলন সংঘটিত হয়। ফরজ থেকে এ আন্দোলনের নাম ফরায়েজি হয়।
- ✓ **নেতা:** এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন- হাজী শরীয়তুল্লাহ। হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন দুদু মিয়া।
- ✓ **প্রথম পর্ব:** হাজী শরীয়তুল্লাহর জন্ম- মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার চর শ্যামাইল গ্রামে। ফরায়েজি আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর। ১৮৩৯ সালে তিনি লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেন। ব্রিটিশ শাসিত ভারতকে **'দারুল হারব'** (যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু) ঘোষণা করেন। ১৮৪০ সালে তিনি মারা যান।
- ✓ **দ্বিতীয় পর্ব:** দুদু মিয়ার (আসল নাম পীর মুহসীন উদ্দীন আহমদ) নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন রূপ নেয় সশস্ত্র সংগ্রামে। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকদের জমিদার ও নীলকরদের হাত থেকে রক্ষা করা ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য। 'জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থি' জমিদারদের অত্যাচার রোধকল্পে দুদু মিয়া আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এ উক্তি করেন।
- ✓ **সমাপ্তি:** ১৮৬২ সালে দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ

❑ সাঁওতাল বিদ্রোহ

- ✓ **সূত্রপাত:** ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সাঁওতালদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। ১৮৫৫ সালে সাঁওতালরা সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিল ইংরেজদের শাসন-শোষণ, সুদখোর মহাজন ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেপ্ল
- ✓ **নেতা:** সিধু ও কানু ভ্রাতৃদ্বয় (সিধু মুরমু ও কানু মুরমু) এর উল্লেখযোগ্য নেতৃত্ব ছাড়াও চাঁদ, ভৈব প্রমুখ।
- ✓ **পরিণতি:** ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন ('সাঁওতাল বিদ্রোহ' দিবস) যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৮৫৬ সালের নভেম্বর মাসে তা শেষ হয়। এ যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যসহ প্রায় ১০ হাজার সাঁওতাল যোদ্ধা বীরগতি প্রাপ্ত হন। যুদ্ধের পরে সাঁওতালদের সমস্যা বিবেচনা করে আদিবাসী সাঁওতালদের জন্য ডুমকা নামের একটি জেলা বরাদ্দ করা হয়প্ল

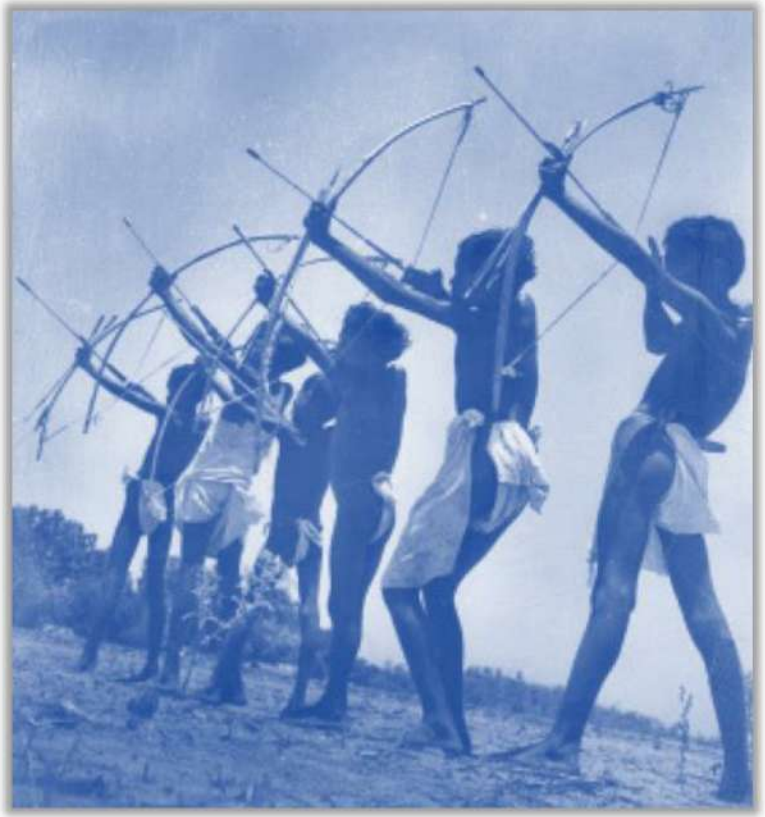

উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ

❑ নীল বিদ্রোহ

- ✓ **বিদ্রোহের সময়কাল:** ১৮৫৯-১৮৬২ সাল।
- ✓ **নীল প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম প্রবাদ পুরুষ:** সর্দার বিশ্বনাথ (বিশে ডাকাত)।
- ✓ **প্রথম নীল বিদ্রোহের সূচনা:** কুষ্টিয়া ও যশোরের চৌগাছা থেকে।
- ✓ **যশোরে বিদ্রোহকারী:** বেনী মাধব ও নবীন মাধব সহোদর।
- ✓ **নীল কমিশন গঠন:** ১৮৬০ সালের ৩১ মার্চ (ইন্ডিগো কমিশন)।

নীল বিদ্রোহের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ:

বিশ্বনাথ সর্দার	নীল বিদ্রোহে প্রথম শহীদ (১৮০৮ সালে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়)।
প্যারী সুন্দরী দেবী	নীল বিদ্রোহে নারী নেতৃত্ব (নদীয়া)।
জেমস লঙ	চার্চ মিশনারি সোসাইটির রেভারেন্ড ও নীল চাষের সমালোচক।
নওয়াব আব্দুল লতিফ	যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যিনি নীল চাষীদের পক্ষে রায় দেন।
নীল বিদ্রোহ নিয়ে নাটক ও গ্রন্থ	নীল দর্পণ (১৮৬০), নীল বিদ্রোহ ও বাঙালি সমাজ।

উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ

❑ আলিগড় আন্দোলন

✓ **সূত্রপাত:** মুসলিমদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়াস ছিল এটি। আলিগড় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়।

✓ **উদ্যোক্তা:** স্যার সৈয়দ আহমদ খান; ১৮৫৮ সালে একটি উর্দু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে উর্দুর পাশাপাশি ইংরেজিও শিখানো হতো, মূলত এখান থেকেই তিনি মুসলিমদের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডাক দেন।

✓ **কৃতিত্ব:** তার প্রচেষ্টায় ১৮৭৫ সালে উত্তর প্রদেশে 'মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল' কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২০ সালে কলেজটি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই কলেজকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই প্রগতিশীল ভাবধারা গড়ে তোলার জন্য সৈয়দ আহমদ যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন সেটিই আলিগড় আন্দোলন। এছাড়াও তিনি 'Loyal Mohammedans of India' এবং 'Essays on the life of Mohammad' এই বইগুলো রচনা করেন।

উপমহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য

- আধুনিক ভারতের জনক বলা হয় – রাজা রামমোহন রায়কে।
- যে আইনের মাধ্যমে ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয়দের বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করা হয় – ইলবার্ট বিল।
- অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক – মহাত্মা গান্ধী।
- ভারত ছাড় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন -- মহাত্মা গান্ধী, ১৯৪২ সালে।
- ভারতে সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ দেন – ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. এটলি, ১৯৪৬ সালে।
- 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সম্পাদিত হয় – হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে।
- মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগে যোগদান করেন – ১৯১০ সালে।
- Grand Old Man of India নামে খ্যাত – দাদা ভাই নওরোজী।
- হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় – লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে।
- স্বরাজ দলের নেতা ছিলেন – চিত্তরঞ্জন দাস।
- ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯২৬ সালে।

POLL QUESTION-03

➢ **ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময়কাল ছিল-**

(a) ১৭৫৭-১৮০০

(b) ১৭৬১-১৮০০

(c) ১৭৬৪-১৮০০

(d) ১৭৭০-১৯০০

উপমহাদেশে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষা আন্দোলন

❑ হাজী মুহাম্মদ মুহসীন (১৭৩২-১৮১২)

- ✓ বিশিষ্ট দানবীর, বাংলার হাতেম তাই বলে খ্যাত।
- ✓ ১৮০৬ সালে মুহসিন ট্রাস্ট গঠন, হুগলী কলেজ ও হুগলী মাদ্রাসা এবং ইমামবারা প্রতিষ্ঠা করেন।

❑ রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)

- ✓ ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার অগ্রদূত।
- ✓ ভারতবর্ষে প্রথম আধুনিক পুরুষ।
- ✓ ১৮১৫ সালে হিন্দু কলেজ/প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।
- ✓ ১৮২২ সালে অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।
- ✓ ১৮২৮ সালে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।
- ✓ ১৮২৯ সালে আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন।
- ✓ ১৮৩০ সালে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর কর্তৃক 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন।

উপমহাদেশে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষা আন্দোলন

❑ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

- ✓ ১৮৪৯ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হন।
- ✓ বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা রোধকল্পে আন্দোলন শুরু করেন।
- ✓ ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন।
- ✓ বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন ১৮৫৬ সালে।

❑ নওয়াব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)

- ✓ মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।
- ✓ ১৮৬৩ সালে মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি এবং মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।
- ✓ **উপাধি:** ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'খান বাহাদুর' ও 'নওয়াব' উপাধিতে ভূষিত হন।
- ✓ **কর্মজীবন:** ১৮৬২ সালে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম বাংলার আইন পরিষদের সদস্য হন।
- ✓ **অবদান:** তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৫৩ সালে হিন্দু কলেজের নাম প্রেসিডেন্সি কলেজ হয় যাতে মুসলিম ছাত্ররাও পড়তে পারেন। নীল চাষীদের সুরক্ষায় নীল কমিশন গঠনে প্রধান ভূমিকা রাখেন।

উপমহাদেশে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষা আন্দোলন

❑ সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮)

✓ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন।

✓ লন্ডনে ব্রিটিশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা।

❑ স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭–১৮৯৮)

✓ ১৮৭৬ সালে মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

✓ মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন।

✓ আলীগড় আন্দোলনের প্রবক্তা।

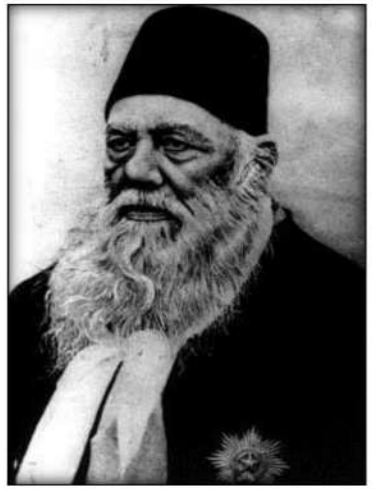

POLL QUESTION-04

➢ **তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন-**

(a) শওকত আলী

(b) মোহাম্মদ আলী

(c) ইলা মিত্র

(d) আগা খান

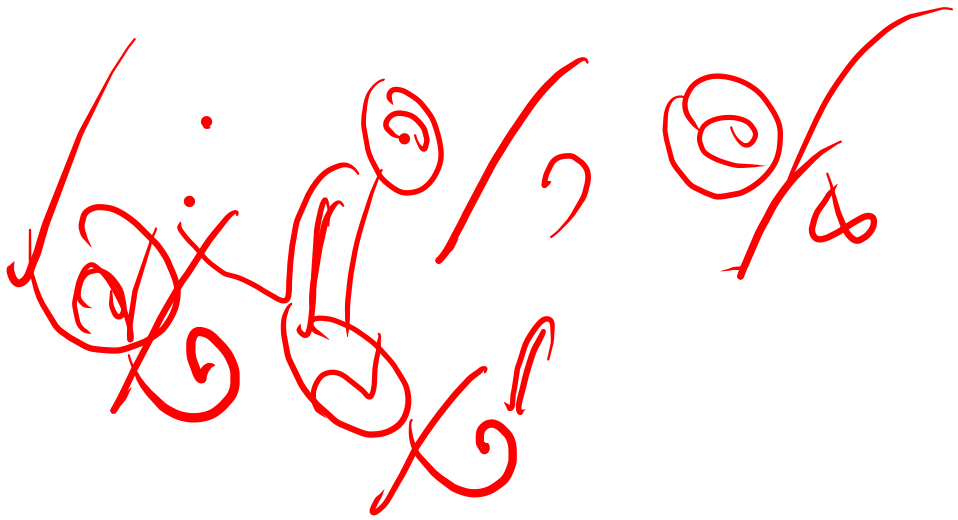

উপমহাদেশে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষা আন্দোলন

❑ নবাব স্যার সলিমুল্লাহ

✓ **জন্ম:** তিনি ১৮৭১ সালে ঢাকার নবাব পরিবারে আহসান মঞ্জিলে জন্মগ্রহণ করেন।

✓ **অবদান:**

১৯০৩ সালে বড় লাট লর্ড কার্জন ঢাকায় সফরে এলে নওয়াব সলিমুল্লাহ পূর্ব বাংলার সমস্যাগুলো তুলে ধরেন এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেন। যার ফলে বঙ্গভঙ্গের বিষয়টি বাস্তবতায় রূপ নেয়।

তাঁর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অসামান্য ভূমিকা পালন করেন।

✓ **মৃত্যু:** ১৯১৫ সালে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

উপমহাদেশে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষা আন্দোলন

❑ এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)

- ✓ ১৯৩৭ সালে কৃষক প্রজা পার্টি গঠন করেন।
- ✓ ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইন প্রণয়ন করেন।
- ✓ ঋণসালিশী আইন প্রণয়ন করেন।
- ✓ ১৯৩৮ সালে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করেন।
- ✓ ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন।
- ✓ তাঁর সময়ই নারী শিক্ষা বিস্তারে ইডেন গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

২৩ মার্চ, ১৯৪০ তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' পেশ করেন। ১৯৪৭ সালের ২২ মার্চ, ভারতের নতুন ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন দিল্লিতে আগমন করে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ৩ জুন, ১৯৪৭ একটি পরিকল্পনা করেন যে, "ভারত বিভাগ ছাড়া ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিকল্প পথ নেই"। এটি ৩ জুন পরিকল্পনা বা 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায়' ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

অবশেষে ১৮ জুলাই, ১৯৪৭ সালে 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা'কে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাস করে। 'ভারত স্বাধীনতা আইন' অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' (Two Nation Theory) এর ভিত্তিতে যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৯৩৩ সালে চৌধুরী রহমত আলী তার 'Now or Never' পুস্তিকায় 'পাকিস্তান' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে অধিষ্ঠিত হন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্। আর স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

❑ পাকিস্তানের প্রথম-

গভর্নর জেনারেল	কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
প্রধানমন্ত্রী	কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত আলী খান
পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী	খাজা নাজিমউদ্দীন
পূর্ব বাংলার গভর্নর	ফ্রেডারিক চালমার্স বোর্ন

POLL QUESTION-05

➢ **‘ভারতীয় রেনেসাঁর অগ্রদূত’ কে?**

(a) রাজা রামমোহন রায়

(b) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(c) ডি রোডারিও

(d) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয় - [৪৫তম বিসিএস]

(ক) ১৯১৭ সালে (খ) ১৯২৭ সালে (গ) ১৯৩৭ সালে (ঘ) ১৯৪২ সালে

➢ বঙ্গভঙ্গের ফলে কোন নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল? [৪৪তম ও ৪২তম বিসিএস]

(ক) পূর্ববঙ্গ (খ) পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা (গ) পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ (ঘ) পূর্ববঙ্গ ও আসাম

➢ বঙ্গভঙ্গ রদ কে ঘোষণা করেন? [৪১তম বিসিএস]

(ক) লর্ড কার্জন (খ) রাজা পঞ্চম জর্জ (গ) লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন (ঘ) লর্ড ওয়াভেল

➢ বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে কারা প্রথম এসেছিল? [৪০তম, ১৬তম, ১০তম বিসিএস]

(ক) ইংরেজরা (খ) ফরাসিরা (গ) ওলন্দাজরা (ঘ) পর্তুগিজরা

➢ 'বঙ্গভঙ্গ' কালে ভারতের ভাইসরয় কে ছিলেন? [৪০তম বিসিএস]

(ক) লর্ড কার্জন (খ) লর্ড ওয়াভেল (গ) লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন (ঘ) লর্ড লিনলিথগো

➢ বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কোন সালে? [৩৯তম, ২৪তম বাতিল বিসিএস]

(ক) ১৯১১ সালে (খ) ১৯১২ সালে (গ) ১৯০৮ সালে (ঘ) ১৯০৯ সালে

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনকালে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন– [৩৭তম বিসিএস]

(ক) লর্ড রিপন (খ) লর্ড কার্জন (গ) লর্ড মিন্টো (ঘ) লর্ড হার্ডিঞ্জ

➢ বাংলার 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'–এর সময় কাল: [৩৬তম বিসিএস]

(ক) ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ (খ) ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ (গ) ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ (ঘ) ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ

➢ লর্ড ক্যানিং ভারত উপমহাদেশে প্রথম কোন ব্যবস্থা চালু করেন? [৩৫তম বিসিএস]

(ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা (খ) দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা

(গ) সতীদাহ নিবারণ ব্যবস্থা (ঘ) পুলিশ ব্যবস্থা

➢ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয় কত সনে? [৩৪তম, ১০তম বিসিএস]

(ক) ১৭৫৭ খ্রি. (খ) ১৭৭০ খ্রি. (গ) ১৮৫৭ খ্রি. (ঘ) ১৭৯৩ খ্রি.

➢ বাংলায় ফরায়েজি আন্দোলনের উদ্যোক্তা কে ছিলেন? [২৪তম বাতিল, ২১তম, ২০তম বিসিএস]

(ক) মাওলানা কেরামত আলী (খ) শাহ ওলিউল্লাহ

(গ) হাজী শরীয়তুল্লাহ (ঘ) পীর মুহসীনুদ্দীন

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্যম-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy